দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 28 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

৩৫৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

আমাদের সময় ডেস্ক ●

পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও ধরলাসহ বিভিন্ন নদনদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির গতকাল অবনতি হয়েছে বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায়। অপরিবর্তিত রয়েছে নীলফামারী জেলায়। আর সিলেট বিভাগের প্রধান দুই নদী সুরমা ও কুশিয়ারায় পানি কমেছে। সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। বন্যাজনিত কারণে গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রামে শিশুসহ ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় কুড়িগ্রাম ও বগুড়ার ৩৫৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তুলনায় সরকারি ত্রাণ অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন তৃণমূল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা। বেশিরভাগ এলাকায় ত্রাণের জন্য চলছে হাহাকার। ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগ। দেখা দিয়েছে শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট।

৬ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি শিশুসহ ৬ জনের মৃত্যু

বগুড়া থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, বগুড়ায় যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৭৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। দুর্গত এলাকায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারি ত্রাণ সহায়তা এখনো সবার কাছে পৌঁছেনি। বেসরকারি উদ্যোগেও কেউ ত্রাণ সহায়তা নিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ায়নি। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা শাহারুল ইসলাম জানান, সরকারি হিসেবে এ পর্যন্ত জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার ১ লাখ ১২ হাজার ৭০০ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এসব বন্যার্তের জন্য ১ লাখ ২০ টন চাল এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এদিকে সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার বিভিন্ন জনপদ প্লাবিত হয়ে ৭৩টি স্কুলের পাঠদান বন্ধ রয়েছে। স্কুলগুলোতে গত তিন দিন ধরে পাঠদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তারা জানান।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বুধবার সকালে শহর এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

৩৫৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) রক্ষাবাঁধ পয়েন্টে বিপদসীমার ৫৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ফলে জেলার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়ে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। জেলা প্রশাসনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সেল জানায়, জেলার ৫টি উপজেলার ৩০টি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ১৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি ঢুকে পড়ায় ইতোমধ্যে ২৫টিতে পাঠদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্যার্তদের জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩৯টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত বন্যার পানিতে ডুবে দুই শিশুসহ তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

শাহজাদপুর প্রতিনিধি জানান, বন্যার পানি বাড়তে থাকায় জেলার অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চল শাহজাদপুর উপজেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। পৌরসভাসহ উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের প্রায় সোয়া লাখ লোক বানের পানিতে আটকা পড়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ইতোমধ্যেই পৌরসভাসহ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করে মোট ১৪টি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, টানা ১০ দিন ধরে কুড়িগ্রামের নদনদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। সেতু পয়েন্টে ধরলার পানি বিপদসীমার ১০৬ সেন্টিমিটর ও চিলমারী পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি ৮৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বেড়েছে তিস্তাসহ অন্যান্য নদনদীর পানিও। বন্যার পানিতে ডুবে এ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম সদর ও নাগেশ্বরী উপজেলায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উলিপুর উপজেলার বজরা-চিলমারী সড়কে ভাঙন দেখা দিয়েছে। তলিয়ে গেছে ৫৫০ কিলোমিটার কাঁচা-পাকা সড়ক। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারিভাবে ত্রাণ তৎপরতা শুরু হলেও তা সব এলাকায় এখনো পৌঁছায়নি। উলিপুর উপজেলার বজরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম আমিন জানান, তার ইউনিয়নের ৭ হাজার অভাবি মানুষ আজ ৮ দিন ধরে পানিবন্দি। তাদের জন্য দুদফায় ৯ টন চাল বরাদ্দ পাওয়া গেছে, যা ১০ কেজি করে ৯০০ পরিবারকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

লালমনিরহাট প্রতিনিধি জানান, টানা ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢলে বুধবার সকাল থেকে ফের তিস্তার পানি বিপদসীমার ৭ সেন্টিমিটার ও ধরলার পানি বিপদসীমার ১০০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। এদিন সকালে তিস্তার পানির প্রবল স্রোতে জেলার চর বৈরাতি এলাকায় প্রায় ৪০০ মিটার গাইডবাঁধ ধসে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ৯টি গ্রাম। চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নদী পাড়ের লাখো মানুষ। দেখা দিয়েছে তীব্র খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। সরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি বানভাসিদের।

জামালপুর থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, জামালপুরের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। জেলার ৪ উপজেলার দেড় লক্ষাধিক মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় পানি বাড়তে থাকায় বাহাদুরাবাদঘাট পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৯৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। টানা ৬ দিনে ইসলাপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ এবং মাদারগঞ্জ উপজেলার বন্যাকবলিত এলাকার মানুষের খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং গবাদিপশুর খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। বন্যাকবলিত মানুষ উঁচু রাস্তা এবং বিভিন্ন স্কুলে গবাদিপশু নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। পানি ঢুকে পড়েছে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা পরিষদে।

ইসলামপুর প্রতিনিধি জানান, এ উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। ইসলামপুর-মাহমুদপুর জিসি, ইসলামপুর-কুলকান্দী ও ইসলামপুর-গুঠাইল বাজার সড়ক তলিয়ে এবং একাধিক স্থানে ভেঙে যাওয়ায় উপজেলা সদরের সঙ্গে পাথশী, কুলকান্দী, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী ও নোয়ারপাড়াসহ সাত ইউনিয়নের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বন্যার্তদের অভিযোগ, তাদের কাছে এখনো প্রয়োজনীয় ত্রাণ পৌঁছেনি। উপজেলা ত্রাণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম জানান, বন্যাকবলিতদের জন্য ৩৫ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং বিতরণ চলছে।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। ঘাঘট নদীর পানি বিপদসীমার ৬৮ সেন্টিমিটার এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বালাসি পয়েন্টে বিপদসীমার ৫৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সাঘাটা, ফুলছড়ি, সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ৩২টি ইউনিয়নে পানিবন্দি প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ। এসব উপজেলায় ১৫৭টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় বিদ্যালয়ে পানি ওঠায় জেলার ৮২টি বিদ্যালয় পাঠদান বন্ধ রয়েছে। কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, বন্যা এবং অতি বৃষ্টিতে এ পর্যন্ত ১৮ হাজার ৭১২ হেক্টর জমির শাক সবজি, আমন বীজতলা, রোপা আমন ও আউশ ধান তলিয়ে গেছে। ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের উত্তর খাটিয়ামারী গ্রামে গতকাল সকালে কলাগাছের ভেলা বানাতে গিয়ে বন্যার পানিতে ডুবে মো. লাল চাঁন (৫০) নামে একজনের মৃত্যু হয়।

মানিকগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি জানান, শিবালয় উপজেলার আরিচাঘাট পয়েন্টে বুধবার সকাল থেকে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ১৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে এই বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এতে নদী তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে ভাঙন, নিম্নাঞ্চল ও নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

শিবচর প্রতিনিধি জানান, মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ৪০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে এই উপজেলার পদ্মা নদীর চরাঞ্চলের ৪টি ইউনিয়নের অধিকাংশ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। তার ওপর পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় চরজানাজাত ও সন্ন্যাসীরচর ইউনিয়নের অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে।